THE RAMAYUNU,

A POEM.

IN FIVE VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KIRTEE BASS.

VOL. III.

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS,

1808.

বাল্মীকিকৃত

রামায়ন

মহাকাব্য ।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল ।—

চতুর্থ কাণ্ড ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।—

১৮০৩ ।—

রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

অথ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড প্রতি লিখ্যতে।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং। রাজেন্দ্রং সত্যসিন্ধুং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।

অনাথ হৈয়া দুই ভাই বেড়ান দণ্ডকে
সাহায্য করিতে যান বানরকটকে।

দুই ভাই উঠেন গিয়া পর্ব্বতশেখরে
সমুখ পাইল বড় পক্ষ বানরে ।
সুগ্রীব বলে আইসে দুই জন ধানকী
এ পর্ব্বত ছাড়িয়া চল আর পর্ব্বতে থাকি ।
বুদ্ধির সাগর বালি রাজা নানা বুদ্ধি আছে
আমায় মারিতে বালি দুই বীর পাঠে ।
সুগ্রীবের বচনে বানর কুল নাই থিরে
লাফে পড়ে কেহ বড় গাছের ডালে ।
কোন গাছ সহিতে নারে বানরের আস্ফাল
ফলে মূলে ভাঙ্গে বড় শালগাছের ডাল ।
বনজন্তু যত আছে পর্ব্বতশেখরে
সিংহ মহিষ যত পলায় ডরেভয়ে ।
হনুমান বলে রাজা না হইও চিন্তিত
বালি রাজার না দেখিয়া কাঁপে তোমার চিত ।
বানর চঞ্চল জাতি লোকে উপহাসে
রাজা চঞ্চল হইলে অধিক দোষ আইসে ।
আমি গিয়া জানিয়া আসি কোথাকার বীর
ভাল মন্দ না জানিয়া হইলা অস্থির ।

সুগ্রীব বলে দুই জন বেশে তপস্বী
তপস্বী হৈয়া অস্ত্র ধরে মনে ভয় বাসি ।
তপস্বির বেশ ধরিবে রাজার কুমার
ঝাট চল হনুমান করহ বিচার ।
রাজার আজ্ঞায় চলে হনু তপস্বির বেশে
পরম গৌরবে গিয়া দুই ভাই সম্ভাষে ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিলেন প্রথম শিকলি ।
রামনাম স্মরণে ঘোরের দায় তরি
অনায়াসে উদ্ধার হইবে মুখে বল হরি ।

তপস্বিবেশে হনুমান দেখে দুই জন
তপস্বির বেশ ধরি করে সম্ভাষণ ।
হনুমান বলে হেন দেখি রাজার কুমার
হাতে ধনুক বাণ দেখি তপস্বী আকার ।

ছদ্ম কর্য্য ছিলি যথা বেড়াও ভূমিতলে
তোমা দুই ভাইরে বনে পর্ব্বতমাল স্থলে।
কিকারণে কোথা হৈতে এথায় গমন
বিশেষিয়া কহ মোরে ইহার কারণ।
সুগ্রীব নামে বানররাজ সর্ব্ব লোকে জানি
হনুমান নাম মোর তাহার পাত্র গণি।
তোমার সঙ্গে মৈত্রীতে সুগ্রীবের অভিলাষ
সেকারণে আইলাম তোমা দোঁহার পাশ।
রাম বলেন লক্ষ্মণ শুন আমার বচন
সুগ্রীবেরে পাত্রমনে কর সম্ভাষণ।
এতেক কহিল যদি কমললোচন
পরিচয় দেন তাঁরে বীর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ বলে দশরথ রাজা সর্ব্ব লোকে জানি
দশরথের পুত্র আমি শ্রীরাম জ্যেষ্ঠ গণি।
বাপের সত্য পালিতে আইলাম তিন জনে
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া নিলেক রাবণে।
সিদ্ধ শবরে আমা দোঁহায় কহিল উপদেশ
সুগ্রীব হৈতে তোমা দোঁহার খণ্ডিবেক ক্লেশ।

হতবাক হৈয়া আইলেন রামসম্মুখে
বানর সম্মুখেতে রাম বেতাল বলে ।
দুই ভাই বেড়াই মোরা সুগ্রীব উদ্দেশে
আমা দোঁহা লৈয়া যাহ সুগ্রীবের পাশে ।
হনুমান বলে সুগ্রীব ভেটিবে দুই জনে
দুই ভাই তুষ্ট হৈবে সুগ্রীবসম্ভাষণে ।
সুগ্রীবের রাজ্য নাই নাই তার নারী
বালি রাজা রাজ্য নিলেক সুগ্রীব দেশান্তরী ।
তোমা সহায়ে সুগ্রীব পাইবে রাজ্যভার
সুগ্রীব করিবে তোমার সীতার উদ্ধার ।
রাজ্য হারাইয়া সুগ্রীব বেড়ায় বনে
রাজ্যসুখ পাবে সুগ্রীব তোমাদের গুণে ।
রাম বলেন হনুমান করহ গমন
সুগ্রীবের সনে মোর করাহ সম্মিলন ।
এত শুনি হনুমান গেল আগুয়ান
সকল কথা কহে বীর সুগ্রীবের স্থান ।
ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে থাকে বানর পঞ্চ জনে
হনুমান বার্ত্তা কহে সুগ্রীব রাজা শুনে ।

বানরমূর্ত্তি হাত রাজা কুঞ্চিত আকার
মনুষ্যাকর্ণ বীর যেন দেখিতে সুসার।
পাদ্য অর্ঘ্য লহ তুমি অতিথিব্যবহার
রামচন্দ্র মিত্র হৈলে দুঃখ নাহি আর।
দশরথ রাজা সর্ব্ব লোকেতে প্রশংসে
বাপের সত্য পালিতে আইল বনবাসে।
রামের অনুজ ভাই নাম তার লক্ষ্মণ
সীতা নামে রামের স্ত্রী নিলেক রাবণ।
স্ত্রীর শোকে রাম তোমার নৈশয়ে শরণ
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কর রামসম্ভাষণ।
শুভ দিন হৈল তোমার বিধি অনুকূলে
কোথাকার গুণনিধি কোথা হৈতে মিলে।
শুভ দিনে হৈল তোমার দুঃখ বিমোচন
নারায়ণ আইলেন তোমার সম্মুখেন।
তপ্ত কাঞ্চন যেন দক্ষিণাংশে শোভা
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তোমারে করেন সেবা।
এতেক বলিল যদি বীর হনুমান
হাত বাড়াইয়া চাঁদ পায় এমন হৈল জ্ঞান।

এতেক শুনিয়া সুগ্রীব আপনা পাসরে
ফল মূল লৈয়া গেল শ্রীরামগোচরে।
বড ভাগ্য সুগ্রীবের বিধাতা লিখিল
শুভক্ষণে গেল রাজা শ্রীরামদরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সুগ্রীব ফল মূলের ডালি
রামের পায়ে পড়ে রাজা আড়দড় ঢুলি।
স্ত্রী হারাইয়া গোসাঞি হৈয়াছে বিকল
হনুমান পাত্র মোরে কহিল সকল।
সকল কথা আমারে কহিল হনুমান
রাবণ দুষ্টা দিলেক আছিলে মোর স্থান।
হনুমান কহিল গোসাঞি করিবেন মিত্র
হনুমানের বাক্যে মোর না হয় প্রতীত।
হনুমান যাহা কহিল সত্য যদি হয়
তাহিন হাত দেহ মোরে ভাবেত বিস্ময়।
তবেসে হইল মোর ভাগ্যের উদয়
আমার সনে মিত্র করিবেন রাম মহাশয়।
বানর পশু জাতি আমি বেড়াই বনে
আমার মিত্র হইবেন আপনি নারায়ণে।

সভা হইতে সুগ্রীবের অধিক কপাল
মিতালি করিল রাম পরম দয়াল।
হরষিতে দুই মিতে কথাবার্ত্তা কহে
চক্ষু না নিমিখেন রাম তাঁহার মুখ চাহে॥
যে স্থলে হল রামের মিতামিতালি
সুগ্রীব রাখিছেন তার কাছে ঠাকুরালি।
সুগ্রীব বলে হনুমান কহিল আমাকে
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া নিল লঙ্কেশ্বরে।
পঞ্চবানর আমরা পর্ব্বতের উপর বসি
রাবণের রথে দেখিলাম পরম রূপসী॥
হাত পা আছাড়ে কন্যা করুণের কান্দনি
গরুড়ের মুখে যেন ছটফটায় নাগিনী।
গলার উত্তরী ফেলায় গায়ের আভরণ
কোথা গেল প্রভু রাম দেবর লক্ষ্মণ।
অনুমানে বুঝিলাম গোসাঞি তোমার নারী
যত্ন করি রাখিয়াছি আভরণ উত্তরী।
তোমার আজ্ঞা পাইলে গোসাঞি আনিব এখন
হয় নয় চিনি দিয়া সীতার আভরণ।

রাম বলেন শুনহ মিতা আমার সন্নিধান
সীতার অভরণ দেখাও রাখ মোর প্রাণ।
অভরণ আনে সুগ্রীব শ্রীরামের বোলে
কান্দিতে লাগিল রাম অভরণ করি কোলে।
আছাড় খাইয়া পড়েন রাম যান গড়াগড়ি
সীতা২ করিয়া রাম দেন ডাক ছাড়ি।
সেই অভরণ সীতার সেই ওড়নী
আমারে সন্দেশ দিয়া গেল সীতা সুন্দরী।
কাহার হৈল জন নিলাম কাহার শাসন
কোন দোষে সীতা মোরে হৈল অদর্শন।
কহ২ সুগ্রীব রাজা তুমি আমার মিত্র
পুর্ব্বের সীতা মোর রাবণ নিল কোন চিত্র।
হেন রূপ যৌবন মজিল কার হাতে
হিয়া বিদরে নাই যায় অধিক মনোব্যথে।
সর্ব্বক্ষণ পোড়ে সীতার শোক আগুনি
কোথা গেলে পাইব সীতা চন্দ্রবদনী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে রাবণ যথা বৈসে
রাক্ষস বলিয়া আমি না রাখিব তার বংশে।

ত্রিভুবনে জানে মোর বানরের জটা
বাগানেতে পোড়ার রাখিব না থোর একগোটা।
ধূলা ঝাড়িয়া সুগ্রীব রাজা শ্রীরামেরে তোলে
না কান্দ, বলিয়া রামকে করিল কোলে।
অশেষ প্রকারে সুগ্রীব রামকে বুঝান
কীর্তিবাস রচিল গীত অদ্ভুত নির্মাণ।

রামনাম জপ ভাই আর সকল মিথ্যা
স্বর্গ ধর্ম কর্ম রামের নাম বিনা বৃথা।
মৃত্যুকালে একবার যদি রাম বলিয়া ডাকে
বিমানে চড়িয়া স্বর্গে যায় যম দাঁড়াইয়া দেখে।
এমন রামের নাম কে দিবে তুলনা
যাঁর পায়ে পাষাণ মনুষ্য পৌঁছা হইল সোনা।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ণ শুনে।

রামনাম লইতে ভাই না করিহ হেলা
ভবসাগরে তরিবে রামনামের বান্ধ ভেলা ।
অনাথবন্ধু রঘুনাথ ভুবনমোহন-লীলা
বানরে বানর বান্ধি জলে ভাসে শিলা ।
রামজন্ম হৈতে ছিল ষাটি হাজার বৎসর
অনাগতপুরাণ রচিল মুনিবর ।
বাল্মীকি বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ ।
রামনাম স্মরণে যমের দায়া তরি
রামচন্দ্র ভজ ভাই মুখে বল হরি ।

কুলশীল বিক্রম তাঁর না জানি ভালমতে
কোন দেশে বৈসে রাবণ গেল কোন ভিতে ।
যথাতথা থাকুক তাঁর শাহিক সন্তান
সংসারের বানর লৈয়া বাধিব পরাণ ।
না জানি, পিতা মাতা সেই মমা
মানুষ নহ আপনি তুমি দেব চন্দ্রমা ।

যথাতথা থাকুক সেই পাপিষ্ঠ রাবণ
সবংশে মারিব তার আতি বন্ধুজন।
কান্দিতেছ মিতা অধিক বাড়ে শোক
শোকে কাতর হৈলে মিতা মন্দ বলে লোকে।
রাজ্য হারাইলাম আমি হারাইলাম নারী
বনের পশু হৈয়া মিতা এতেক পাসরি।
তুমি মিতা হইয়াছ ত্রিভুবনপূজিত
স্ত্রী লাগিয়া কান্দ মিতা নহে ত উচিত।
মিথ্যা না বলিব মিতা অগ্নি করিয়াছি সাক্ষী
আমি উদ্ধারিব তোমার সীতা চন্দ্রমুখী।
অনেক প্রকারে রাজা দিল পাতিয়ান
সীতা উদ্ধারিব আমি না হইবে আন।
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব রাজন
বলিতে লাগিল রাম কমললোচন।
বন্ধু বান্ধব মিতা মরে যত লোক
সভার অধিক তাই স্ত্রীর বড় শোক।
স্ত্রী লৈয়া সর্ব্ব লোক পালয়ে সংসার
স্ত্রী হৈতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।

গয়ায় পিণ্ড দান করি করয়ে উদ্ধার
পুত্র হৈতে উদ্ধার হয় এ তিন সংসার।
অশেষ প্রকারে মিতা বুঝাইলে আমায়
স্ত্রীর শোক মিতা কভু পাসরা না যায়।
স্ত্রীর শোক যত মিতা বলিলাম তোমার কাছে
সীতা উদ্ধার কর মিতা তবে প্রাণ বাঁচে।
সুগ্রীব রামের তরে করিল প্রণিধান
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত অমৃতসমান।

রাম বলেন প্রীতি পাইলাম তোমার বচনে
হেন শোকের সময় বুঝি দেয় কোন জনে।
আপনি দেখিলে মিতা আমার যত ক্লেশ
অবশ্য করিবে মিতা সীতার উদ্দেশ।
আমা হৈতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন
সেই কর্ম্ম মিতা তোমার করিব সাধন।
সুগ্রীব বলেন সুস্থির হও তুমি চিতে
আমার যত দুঃখকথা কহিব সাক্ষাতে।

বসিবার আসন সুগ্রীব চায় চারিভিতে
শালগাছ ভাঙ্গে হনু তাঁ ফল ফুল পাতে।
দুই মিত্র বসিল মধুর সম্ভাষণ
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসিল লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব বলে বালি রাজা বিক্রমে প্রধান
রাজ্য নিল স্ত্রী নিল করিল অপমান।
এই পর্বতে থাকি গোসাঞি নিদ্রা নাই রাতি
তোমা বিনা রঘুনাথ আমার নাই গতি।
হাসিতে লাগিল রাম ত্রৈলোক্যসুন্দর
বালি রাজা মারিয়া তোমার ঘুচাইব ডর।
আমার স্ত্রী তোমার রাজ্য যেবা জন হরে
আমার কোপে পড়িলে যাবে যমের দ্বারে
ভাই২ তোমরা কেন হইল বিসম্বাদ
কোন কার্য্যে মিত্র তোমার পড়িল প্রমাদ।
সুগ্রীব বলে ভাই২ বিরোধ নাই জানি
দুইভাই বিবাদের শুনহ কাহিনী।

অক্ষয় নামে রাজা ছিল সূর্য্যের সন্তান
সেই রাজা ছিল পিতা আমা দোঁহার বাপ।
বহু কাল রাজ্য করিয়া পিতা গেল স্বর্গ
তাহার রাজ্য করিতে আইল পাত্রবর্গ।
জ্যেষ্ঠ ভাই বালি রাজা কিষ্কিন্ধ্যে নগর
বীর্য্যে কর্ম্মে বালি রাজা পরম তৎপর।
সকল মন্ত্রী মিলিয়া তারে দিল রাজ্যভার
বালি রাজা দিল মোরে সকল অধিকার।
বড় প্রীত দুই জনে শুনহ কাহিনী
দুইভাই বিসম্বাদ কভু নাই জানি
বিধাতানির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন
বিবাদের কথা শুন কমললোচন।
প্রীত করিয়া দুই ভাই করি রাজ্যখণ্ড
হেনকালে বিধাতা মোরে পাড়িল পাষণ্ড।
মায়াবী দুন্দুভি অসুর দুই সহোদর
মহিষরূপে সংসার জিনে দুষ্কার পাইয়া বর
দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ ভাই মায়াবী নাম বীর
দুই ভাই রাজ্যে আসি দুষিতে হইবার।

মহিষাদের মায়ু বালি সভার নিযোরে
পাছু ধাইয়া যাই আমি তাই অনুরোধে ।
প্রাণ লৈয়া পলায় দানব দুই ভাইয়ের গন্ধে
পলাইতে স্থল নাহি বালি তাতার কোরে ।
চন্দ্র আলো করিয়াছে যাই দেখাদেখি
সুরঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী ।
বালি বলে সুগ্রীব থাক সুরঙ্গদ্বারে
দানব মারিয়া যাবৎ না আইসি ঘরে ।
আমি কহিলাম পলাইল হৈল নিরুদ্দেশ
সংশয়স্থানে ভাই তুমি না কর প্রবেশ ।
পায় পড়ি বলিলাম তবু বোল নাহি ধরে
সুরঙ্গে প্রবেশ করে দানব মারিবারে ।
বারেং নিষেধিলাম না শুনে উত্তর
প্রবেশ করিল গিয়া পাতালভিতর ।
দানব চাহিয়া বেড়ায় এক বৎসর
বৎসরেকে দানব মারে বালি বানর ।
ঝলকেং রক্ত বহে বিস্ফুরিং
বড় পাতর দিয়া আমি দ্বারখান ঢাকি ।

সুড়ঙ্গদ্বার আঁটি আমি বড় পাতরে
বালি মারিয়া দানব পাছে মোরে মারে।
বৎসরেক না আইল জীবন সংশয়
মাতে বলে বালির মরণ হইল নিশ্চয়।
তাহা বলি আমি কান্দিলাম বিস্তর
বালিছেন ভাই মোর মরিল সহোদর।
বালির ক্রিয়া করিলাম শাস্ত্রবিধানে
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে।
তার পর দানব মারিয়া ঘরে আইল বালি
মোরে রাজা দেখি বালি ক্রোধে পাড়ে গালি।
পাত্র মিত্র বন্ধু বান্ধব আনে সভাকারে
সভার আগে গালি দেয় আমাকে অহঙ্কারে।
দানব মারিতে আমি পশিলাম পাতালে
সুড়ঙ্গদ্বারে থুইয়া গেলাম সুগ্রীব চণ্ডালে।
পাতর দিয়া সুগ্রীব সুড়ঙ্গদ্বার রোধি
রাজমহাদেবী হরে পশিবারে সাধি।
অস্ত্র দণ্ড নিলেক মোর নিলে মহাদেবী
হেন পাতকির ভার বহিয়াছে পৃথিবী।

বিবরেতে দানব মারিয়া গেলছিলাম ঘরে
সুগ্রীবে ডাক ছাড়ি সুড়ঙ্গের দ্বারে।
অনেক ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর
লাথির চোটে খসাইলাম সুড়ঙ্গপাথর।
সহোদর ভাই হইয়া করিল দারুণ
পাতাল বিস্তার বড় পঞ্চাশ যোজন।
আপন ভাবিয়া তুও না থাক নিকটে
সকল পরিবার ছাড়ি যাই একজোটে।
পায়ে পড়ি বিস্তর আমি করিলাম যতনে
সেবক হইয়া থাকি ভাই তোমার চরণে।
আপন ইচ্ছায় রাজা নহি পাত্রে করিল রাজা
রাজ্য লয়ে না করিলাম পালিনু তোমার প্রজা।
অনেক স্তব করিলাম না শুনে বচন
আমার লাগি অনেক বলিল পাত্রগণ।
পায়ে পড়িয়া যত বলি বালি নাহি শুনে
এথা হইতে পালা তুই লইয়া পরাণে।
বারে২ বলি তবু নাহি শুনিল কথা
একটা চাপড়ের চোটে ভাঙ্গিব তোর মাথা।

বালির কোপ দেখি মোর ত্রাস হৈল মনে
পলাইয়া গেলাম, আমি পাইয়া অপমানে।
এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী
বালির মনে আশা পাইলে সেইক্ষণে বধি।
এতেক বলিল সুগ্রীব বিবাদের কথন
সাবধান হৈয়া শুনেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম বলেন বালির তরে বেড়াও শঙ্কটে
কোল সহমে থাক তুমি দেশের নিকটে।
রামের নিকট সুগ্রীব লোইল মাত্রা
ঋষ্যমূখ পর্ব্বতের সুগ্রীব কয় কথা।
মায়াবির কনিষ্ঠ দুন্দুভি মহিষাসুর
সহোদরের বার্ত্তা পাইয়া হইল ব্যাকুল।
আপন বিক্রমে মহিষাসুর কারে নাহি গণে
সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুঝিবার মনে।
সমুদ্র বলে তোমায় আমায় যুদ্ধ নাই সহিবে
হিমালয় পর্ব্বতে চল তাহার উদ্দেশে।
হিমালয় পর্ব্বত মহাদেবের শ্বশুর
তার ঠাঁই গেলে তোমার দর্প হৈবে চুর।

ধনুকের গুণে যেন ছুটি বাণ ছোটে
চক্ষুর নিমেষে গেল পর্ব্বতের নিকটে।
পদে প্রণমিয়া পর্ব্বত করে ধ্যান
চিন্তিত হইল পর্ব্বত গুণে অনুমান।
ধ্যান করি পর্ব্বত মুনি চিন্তিল সংসার
কার হাতে মহিষাসুর হইবে সংহার।
পর্ব্বত বলে মহিষাসুর তুমি মহাবলী
কিষ্কিন্ধ্যায় যাহ তুমি যথা বানর বালি।
বল বুদ্ধি চূর্ণ করিবে শুনহ উপদেশ
বালি রাজার মধুবনে করহ প্রবেশ।
রাজার ভোগ্য মধুবন রাজার ভাণ্ডার
মধু ভাঙ্গি মধু খাইয়া করহ সংহার।
বালি রাজা না সহিবে মধুর অপচয়
প্রাণে মারিবে তোরে বালি মহাশয়।
তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই মায়াবী মহাবলী
মায়াবীরে মারিল বানররাজ বালি।
মহিষাসুর বার্ত্তা পাইয়া চলিল সত্বর
হিমালয় ছাড়িয়া গেল বালি রাজার ঘর।

শুনি উথলিল বল অঙ্গে অদ্ভুত
ক্ষণেকেতে বালি রাজা সংগ্রামে প্রস্তুত।
বীরধড়া পরে বালি কাঁকালি বেড়িয়া
হিরণ ইন্দ্রের মালা গলায় দিল তুলিয়া।
সুগ্রীব বেষ্টিত আইল বালি মহাশয়
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয়।
কহিল মহিষাসুর বীর রক্তলোচন
সুগ্রীবে শুনাইয়া বলে তর্জ্জন গর্জ্জন।
সুগ্রীবের মত তুমি ঘূর্ণিতলোচন
মত জন মারিয়া মোর নাই প্রয়োজন।
প্রাণ দান দিলাম তোরে আজিকার তরে
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া কৌতুকে শরীরে।
সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রভাত বিহানে
বল বুদ্ধি চূর্ণ করিব বধিব পরাণে।
সুগ্রীব বালি রাজা পাঠায় অন্তঃপুরে
বীরদাপ করিয়া বলে শুন মহিষাসুরে।
রণেতে পশিলে বুঝিব রণের পরীক্ষা
বালি রাজার হাতে পড়িলে তোর নাই রক্ষা।

নয় যদি দাঁড়ি মাতে আছে দুতিকরি
বালি রাজার ঠাঁই আর নাহিক নিস্তার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক বীরগণ
আমার সনে যুদ্ধ করিলে অবশ্য মরণ।
জলে প্রাণ রাখিতে চাহ কালিকার তরে
কালিকার থাকুক কায আজি পাঠাব যমঘরে।
কুবুদ্ধি পাইল তোর আমার সনে রণ
তোর দোষ নাহি তোর ললাটে লিখন।
পলাইয়া যাহ নহে লইয়া পরাণ
আজিকার দিবস তোরে দিনু প্রাণ দান।
কোপে মহিষাসুর বীর কাঁপে থরহর
শুনিয়া বলিছে তারে বালি বানর।
আগে যোদ্ধা হান তোর বুঝিব বিক্রম
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম।
যত তোর শক্তি থাকে তত শক্তি হান
নষ্ট হবে আজি তোর বধিব পরাণ।

কহিল দুন্দুভি মহিষ দুই শৃঙ্গ নাড়ি
আঘাত করিয়া বালির অঙ্গ চিরে।
সর্বাঙ্গে চিরিল বালি তবু নাহি বাধে
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে।
মহিষের বিক্রম দেখি বালি রাজা হাসে
কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য গাইল পণ্ডিত কীর্তিবাসে।
শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ণ শুনে।

বালির সনে যুদ্ধে মহিষ বড় অহংকারি
গাছ পাথরে বালি রাজা করে মহামার।
গাছ পাথর ফেলে বালি মহিষের উপর
পরাভব নহে মহিষ যুদ্ধেতে বিস্তর।
দুই শৃঙ্গ বালি তার ধরিলেক রোষে
শূন্যে ধরি মহিষাসুরে তুলিল আকাশে।

দুই শৃঙ্গ ধরি তারে ঘন দেয় পাক
ঘন পাকে ফিরে যেন কুমারের চাক।
পাতর উপর তারে মারিল আছাড়
মাথার খুলি ভাঙ্গিল তার চূর্ণ হৈল হাড়।
পড়িলত মহিষাসুর হৈয়া অচেতন
লাথির চোটে ফেলে তারে এক যোজন।
চতুর্দ্দিগে চড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে
পর্ব্বতে মুনির গাত্র ভিজিল রক্তেতে।
মুনি বলে কোন বেটা করিল এমন
মুনির গায় রক্ত দেয় পাপিষ্ঠ এমন।
গায়ের রক্ত পাখালিয়া মুনি কৈল আচমন
পবিত্র হইয়া বলে মুনি শাপ বচন।
মহাক্রোধ করি মুনি জল নিল হাতে
বড় ক্রোধ করি মুনি শাপিল তাহাতে।
মুনি বলে হেনকর্ম্ম করিল যেই জন
এই পর্ব্বতে আইলে তার অবশ্য মরণ।
মুনির শাপ পঞ্চুনারী শুনিলেন বালি
দূরে হইতে মুনির পায় করিলেন পিয়লি।

দূরে হইতে মুনির পায় করে পরিহার
শঙ্কটসাগরে মোরে করহ নিস্তার।
মাতঙ্গ বলে আমার শাপ নহেত খণ্ডন
এই পর্ব্বতে কভু তুমি না কর গমন।
মুনির শাপে বালি না আইসে ঋষ্যমূকে
দেশ দেশান্তর হইতে শুনে লোকমুখে।
ঋষ্যমূকে আইলে বালি হারায় পরাণ
বালিকে মুনির শাপ তেঁই আমার পরিত্রাণ।
শ্রীরাম বলেন মিতা তুমি কহিলে সকল
বালি মারি মিতা তোমার ঘুচাইব ডর।
সুগ্রীব বলে বালি রাজা বিক্রমের সাগর
বালির বিক্রমকথা শুন রঘুবর।
প্রাতঃকালে সূর্য্য যখন অরুণ উদয়
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে বালি মহাশয়।
আকাশে উপাড়িয়া ফেলে পর্ব্বতশিখর
দুই হাতে লোফে তাহা বালি বানর।
পর্ব্বত উপাড়িয়া বালি আকাশ উপর ফেলে
আপনা পড়িতে বালি নিজ লোফে বলে।

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী চক্রের নিমিষে যায়
আঙুক্ত অন্যের কাছ পরশ নাগা নাই পায়।
বালি মারিতে না পার যদি এককোটি বাণে
তবে বালি রাজা মোরে বধিবে পরাণে।
মহাবীর বালি রাজা এতিন ভুবনে
পরাভব হয় সবে বালি রাজার রণে।
সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মণে
কোন কর্ম্ম করিলে তোমার প্রত্যয় হয় মনে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কোথায় হেনবীর
রামের এক বাণে কার রহিবে শরীর।
হেনরামের তরে তুমি না যাই প্রতীত
কোন কর্ম্ম করিলে তুমি হও হরষিত।
সুগ্রীব বলে এই দেখ দুন্দুভির পাঁজর
পায়ে করি ফেলাইল বালি বানর।
চক্ষের লোহে সুগ্রীবের তিতিল বদন
আশ্বাস দিয়া তোলেন তাঁরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

প্রত্যয় যদি নাহি যাও সুগ্রীব বানর
পায়ের ঠেলায় ভাঙ্গিল রাম দুন্দুভির পাঁজর ।
বালি রাজা ফেলিয়াছিল এক যোজন
শতেক যোজন ফেলেন কমললোচন ।
সুগ্রীব বলে মহিষাসুর ছিল রক্ত চর্ম্মে
এক যোজন বালি তারে ফেলে রণভূমে ।
শত যোজন ফেলিলে তুমি হইল প্রকাশ
বালি হৈতে বড় তুমি না লয় মোর মন ।
শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন
বালি রাজার বিক্রম শুন করি নিবেদন ।
দিগ্বিজয় করিতে যখন গেল দশানন
বালির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল রাবণ ।
সন্ধ্যা করে বালি রাজা সাগরের জলে
হেনকালে রাবণ রাজা চৌদিগে নেহালে ।
তর্পণ করে বালি রাজা রাবণ চিন্তে মনে
পিছের বাটে ধরিতে যায় রাজা দশাননে ।
যুদ্ধ নাহি করে বালি তপ নাহি ছাড়ে
পাছুর বাটে রাবণেরে লেজায় বান্ধিছে ।

ঙ্গুলে বাঁধিয়া ফেলে সাগরের জলে
কবার ডুবায় তারে আরবার তোলে ।
ইরূপ ডুব করে চারি সাগর
জল খাইয়া রাবণ রাজা হইল ফাঁপর ।
চারি সাগরে ডুবাইল হৈল সন্ধ্যাকাল
রাবণ রাজা লেজে বান্ধা কাঁপে হাঁপাইয়া ।
সন্ধ্যাকালেতে বালি চলিলেন ঘর
ডাক দিয়া রাবণ বলে দাঁতে করি খড় ।
তবে প্রীতি করিল বালি রাবণের সঙ্গে
ছাড়িয়া দিল রাবণেরে না মারিল প্রাণে ।
এক যুক্তি শুন তুমি কমললোচন
বালিসনে মিলন করিয়া দেহ এইক্ষণ ।
আমারে বড় ভাল বাসেন বালি বানর
দোঁহে মিলিয়া মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বর ।
আমরা দুই জনে যদি করাহ মিলন
কোন ছার শুনি তবে রাজা দশানন ।
পৃথিবীর মধ্যে বালি রাজার কেবা আঁটে
রাবণে আনিতে বালি ইন্দ্র তার আছে ।

এতেক বলিল যদি সুগ্রীব বানর
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র করেন উত্তর।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি অগ্নি করি সাক্ষী
বালি রাজা মারিব আমি কার বাপে রাখি।
আমার বাক্য মিথ্যা কভু না-হয় খণ্ডন
প্রাণের সখা পালিতে কেন আইলাম বন?
এতেক বলিলেন রাম কমললোচন
সুগ্রীবেরে ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মণ।
সাত গাছ তাল আছে একই সোসর
সাত গাছ তাল বিন্ধিব দিয়া এক শর।
সুগ্রীব বলেন তবে শুন সাবধানে
বালি রাজা বিন্ধে ইহা নখের কোণেতে।
সাত গাছ তাল দেখ একই সোসর
নখের চাপনে বিন্ধে তাহে বালি বানর।
সাত গাছ তাল যদি বিন্ধ এক শরে
তবে সে বালি রাজা তুমি জিনিবে রঘুবীরে।
হাসেন প্রভু রঘুনাথ আলো দশ দিগে
তালগাছ বিন্ধিব মিতা কোন কার্য্য লাগে।

চিত্রবিচিত্র বাণ কনক রচিত
তূণ হৈতে বাণ রাম কাড়েন ত্বরিত ॥
দৃঢ় মুষ্টি করি বাণ নিল দক্ষিণ হাতে
ছুটিল রামের বাণ সাত গাছ তালেতে ॥
সপ্ত তাল বিন্ধিয়া রুষি বাণ করিল পার
ধরামুখ পর্ব্বত বিন্ধি বাণ আগুসার ॥
এক বাণে পর্ব্বত বিন্ধে সপ্ত গাছ তাল
বজ্রাঘাত শব্দে বাণ সান্ধায় পাতাল ॥
রাজহংস মূর্ত্তিমান আসিবার বেলে
পুনর্ব্বার বাণ আইল শ্রীরামের কোলে ॥
আপন মূর্ত্তি ধরি বাণ তূণের ভিতর ঢোকে
রামের বিক্রমে সুগ্রীব হাত দিল নাকে ॥
সকল বানর নিল রামের পদধূলি
তুমি মারিতে পারিবে গোসাঞি হে তার বালি ॥
সুগ্রীব বলে তোমার বিক্রম দরশনে জানি
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসাঞি আসেছ আপনি ॥
তোমা হেন মিত্র মোর মিলাইল বিধাতা
তোমার প্রসাদে পাইব রাজদণ্ড ছাতা ॥

রাম বলেন বিক্রমে তোর নাহি প্রয়োজন
বালির সঙ্গে খাট মোর করাহ দরশন।
দেখিলেমাত্র বালিমারি ঘুচাইব ভয়
সুখে রাজ্য করিবে তোমরা সকল বানর।
সুগ্রীবেরে দিল রাম আশ্বাস বচন
সাতে মল কিষ্কিন্ধ্যায় করিল গমন।
রাজধানীর নিকট রাম বলেন বিরলে
গাছের আড়ে লুকাইয়া থাকিব দুই বীরে।
রাজদ্বারে সুগ্রীব রাজা ছাড়ে সিংহনাদ
সিংহনাদে কম্পিয়া বালি শুনিবে সংবাদ।
তোমার সঙ্গে যুদ্ধমাত্র করিবে পাতাপাতি
এক বাণে বালি মারিয়া পাড়িব শীঘ্রগতি।
বালিদ্বারে সিংহনাদ ছাড়িল গভীর
ক্রোধ করি বালি রাজা হইল বাহির।
বীরদর্পে পরে বালি উত্তর চুলের ঝুঁটি
তত চাপড় মুষ্টির শুনি চটচটি।
অন্ধকার করিয়াছে দেখে গাছ পাতার
দুই ভাই অনুরূপ এক পুরুষ।

কোপে হেটে সুগ্রীব ফেলিল উপরে
কিষ্কিন্ধ্যা টলমল করে দুই বীরের ভরে।
দুই সিংহে যুদ্ধ যেন ছাড়ে সিংহনাদ
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।
বাণ যুড়ি দেখেন রাম দুই সহোদর
রূপে বেশে দেখেন রাম একই সোসর।
চিনিতে নারেন রাম হইল ভাবিত
কেমনে এড়িব বাণ পাছে মরে মিত।
বুঝিছেন মারে সুগ্রীবে চড় চাপড়
মার সহিতে নারে সুগ্রীব ওঠিয়া দিল রড়।
মহাবল বালি রাজা অতুল প্রতাপে
বালি রাজার যুদ্ধ সহিবে কার বাপে।
প্রচণ্ড বীর যার রণেতে সংহার
বালির যুদ্ধে সুগ্রীব বানর কোন ছার।
তখনিত সুগ্রীবের হরিত পরাণ
সহোদর ভাই বলি দিল অভয় দান।
রক্তে রাঙ্গা হইয়া যায় পাছু বালি খেদা
প্রাণে মারিতে চাহে বালি কিসের মর্যাদা।

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব পলায় ডরে
মুনির শাপ মনে করিয়া বালি বাহুড়ে।
প্রাণ লইতে না পারিলাম পলাইলি পর্ব্বতে
ঘরে যায় বালি রাজা গর্জ্জিতে।
ভাল পলাইয়া গেলি মাত্রা না করিলাম ত্বরা
আমার সনে যুদ্ধে আইসে কোন হরির পুতা।
ভাল হইল পলাইল হয় আমার ভাই
প্রাণে মারিব যদি এবার দেখা পাই।
সিংহাসনে বসি বালি দুঃখ ভাবে চিত্তে
যায়েতে পর্ব্বর সুগ্রীব জিরায় পর্ব্বতে।
রাম লক্ষ্মণ চারি বানর গেল সেইখানে
হেট মুখে আছে সুগ্রীব পাইয়া অপমানে।
মাথা তুলিয়া সুগ্রীব রামের পানে নাহি চাহে
বিস্তর অনুযোগ করে রঘুনাথ সহে।
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে
কি করিত রাজ্যভোগ কি করিত রামে।
মারিতে না পারিবে আগে না বলিলে কেনে
বালির সনে তবে কেন প্রবেশিব রণে।

তখনি বলিলাম বালি বিষম দুর্জ্জয়
বালি মারিতে না পারিবে রাম মহাশয়।
সংসারের মধ্যে যত বড় বীর
বালি মারিতে পারে হেন আছে কোন বীর।
আজুক যুদ্ধের কাথ দরশনে ভাগে
কোন জন যুদ্ধ করে বালি রাজার আগে।
কেবলা গোঁসাঞ আমি পাইলাম অপমান
এতক্ষণ থাকিতে মোর রহিত পরাণ।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে ছিল আমার প্রমাদ
সেই রক্ষা পাইলাম বালি রাজার ঠাঁই।
বালি মারিয়া দিবে মোরে করিলে আশ্বাস
আমারে ঠেকাইয়া তুমি হৈলা এক পাশ।
এখন তখন মারিবে বাণ হেন মোর মনে
কোথা বাণ কোথা রাম ভাগ্যে জিলাম প্রাণে।
রাম বলেন মিতা আর না বল বিস্তর
তোমরা দুই ভাই দেখি একই সোসর।

বেশে সাহসে রূপে একই সমান
মিত্র বধিব ভয়ে আমি না এড়িলাম বাণ।
চিহ্ন দিলে মিতা যেন রণে গেলে চিনি
বালি মারিয়া রাজ্য দিব আর রাজরাণী।
এবার গেলে যেমন মারি হবে বানর বালি
অমনি মারিব তোমার ঘুচাইব শূলি।
রাত্রি বঞ্চিল সুগ্রীব রামের আশ্বাসে
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

রাত্রি পোহাতে ফুল আনে নানা জাতি
সেই ফুলে মালা গাঁথে লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি।
মালা গাঁথি লক্ষ্মণ দিল সুগ্রীবের গলে
সাত বীর যাত্রা করে শুভক্ষণ বেলে।
রাজ্যলোভে সুগ্রীব সহোদর বধিতে মন
সুগ্রীব পাছু করি আগে চলিল লক্ষ্মণ।
মধ্যে শ্রীরাম বাম হাতে ধনুঃশর
রামের পাছে লাগিয়া চলে পঞ্চ বানর।

শূন্যে ফেলাইয়া দিল সুগ্রীবের মাথা
অন্তরীক্ষে মালা পড়ে সুগ্রীবের গলা ।
মৃগ পক্ষী বনচর দেখি স্থানে স্থান
লক্ষ২ হস্তী দেখে পর্ব্বত প্রমাণ ।
বনের ভিতর এক স্থানে দেখে বিলক্ষণ
মুনির আশ্রম দেখে কদলীর বন ।
রাম বলেন মিতা দেখি অদ্ভুত কদলী
কাহার সৃজন এই আশ্রমমণ্ডলী ।
সুগ্রীব বলে তপ করিত মুনি মাতঙ্গলী
দশ হাজার বৎসর উপবাস তবে পারলী ।
দশ হাজার বৎসর তপ করিল অনাহারে
সেই পুণ্যে সশরীরে গেল স্বর্গপুরে ।
দুই ভাই বন্দেন গিয়া আশ্রমমণ্ডল
যাহারে বন্দিলে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল ।
আপন শপথে মিতা তুমি আজি হও পার
আমি করিব তোমার সীতার উদ্ধার ।
আমার কথা মিথ্যা নহে না ভাবিহ মনে
সীতা উদ্ধারিব আমি মারিব রাবণে ।

রাম বলেন শুনমিত্র তুমিত সুহিত
বালি মারিয়া রাজা তোমায় করিব ত্বরিত।
হেথিলেয়াজ্ঞ বালি মারিব ঘুচাইব ডর
লেঙুড়িয়া বালি আজি না যাইবে ঘর।
সাত গাছ তাল পর্বত বিন্ধে যেই বাণে
সেই বাণ মারিয়া মিত্র নিশ্চিন্ত হও রণে।
মিথ্যা না বলিব সত্য না করিব আন
আজি বাহির হইলে বালি হারাবে পরাণ।
সিংহনাদ ছাড়ে সুগ্রীব বালির দ্বারে
আকাশ ভাঙ্গি পড়ে যেন পর্বত উপরে।
রামের তেজে সুগ্রীবের বাড়ল বিক্রম
সুগ্রীবের সিংহনাদে কাঁপে ত্রিভুবন।
সিংহনাদে কহিল বানররাজ বালি
কার বোল না শুনে যায় আণ্ডবড় তুলি।
মুখখানি মেলে যেন জ্বলন্ত অগ্নি।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া চক্ষুর দুই তারা।
সাত্তরি যোজন শরীর আছে পরিসর
তিন শত যোজন শরীর দীর্ঘল বিস্তার।

যেমত প্রমাণ হয় যখন মনে করে
আকাশে ধরিতে পারে যখন শরীর বাড়ে।
লেজ দীর্ঘ করে বীর যোজন পঞ্চাশ
যখন লেজ উচ্চ করে ঠেকেত আকাশ।
তারা মহাদেবী ছিল যুদ্ধেতে আগলি
আলিঙ্গন দিয়া রাখে বানররাজ বালি।
কোপ সম্বরহ প্রভু রণে না দেও মন
আমার কথা শুন তুমি জীবনকারণ।
রণমধ্যে জিনায় সুগ্রীব এক দিনের রণে
কালি পলায় আজি আইসে বিস্ময় বড় মনে।
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যে জন যুঝিতে হাঁকারে
পণ্ডিত লোক হইলে তাহা অবশ্য বিচারে।
আপনা পাসর তুমি রাগ চণ্ডাল কোপে
ডাকিতে ছিল্লেতে প্রভু মোর প্রাণ কাঁপে।
যুদ্ধে না যাইহ প্রভু শুন মোর বাণী
আজিকার যুদ্ধে তোমার ভাল নাহি গণি।

কালি তোমার ঠাঁই সুগ্রীব গেল হারি খাইয়া
কোন সাহসে সে পুন যুদ্ধে আইসে ধাইয়া।
অবশ্য কাহার ঠাঁই পাইয়াছে বল
কিছু মন্ত্রণা আছে গোসাঞি বুঝিনু নিশ্চল।
যুদ্ধে না যাইহ তুমি থাক অন্তঃপুরে
ডাকে মর্কট সুগ্রীব রাজা থাকিয়া বাহিরে।
সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম
তাঁর পুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
বাপের সত্য পালিতে হইল বনবাসী
শিরে জটা বাকল পরে দুই ভাই তপস্বী।
রাজ্য হারাইয়া তারা বেড়ায় বনে।
সুগ্রীব সহায় বুঝি করিয়াছে তার সনে।
রাজ্য হারাইয়া সুগ্রীব নানা বুদ্ধি সৃজে
রাম সহায় করি বুঝি আইসে তোমার ঠাঁজে।
অবশ্য সুগ্রীব বুঝি করেছে প্রতিকার
আজিকার যুদ্ধ তোমার না হয় বিচার।
ভাল মন্দ হউক সুগ্রীব তবু সহোদর
সহোদর সনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর।

জ্যেষ্ঠ হইয়া সুগ্রীবেরে পালন করিতে লাগে
সুগ্রীবসহিত রাজ্য কর এক যোগে ।
সকল বানর রাজ্য করে সুগ্রীব রক্ষিত
সহিতে না পারে দুঃখ তাহে বিপরীত ।
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা
অহঙ্কারে না যাইহ সংগ্রামের বেলা ।
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন
বাপের সত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন ।
কৈকেয়ী মহাদেবী তারে দিল সত্যভার
কনিষ্ঠ ভাইকে রাম কেন দিল রাজ্যভার ।
শত্রু হৈয়া যেই জন পাঠাইল বনে
তাহারে করিল রাজা কিসের কারণে ।
তোমার বাপের বেটা কনিষ্ঠ সহোদর
দুই ভাই রাজ্য কর হৈয়া একত্তর ।
বালি বলে তারা না ভাবিহ চন্দ্রমুখী
সুগ্রীব লাগিয়া মত বল আমি তাহে দুঃখী ।
দানব মারিতে আমি সান্ধাইলাম পাতালে
সুলক্ষিতারে রাখিলাম সুগ্রীব চণ্ডালে ।

গাছ পাথর দিয়া সুগ্রীব সুলক্ষণার চাহে
রাজমহাদেবী হয়ে জাতি নাহি রাখে।
তোমার বোলে সুগ্রীবে না মারিও পরাণে
হাতে গলায় বান্ধে দিব তোমাবিদ্যমানে।
তারা বলে শুন রাজা করি নিবেদন
সুগ্রীবের দোষ নাই করিয়াছে পাত্রগণ।
যে রাজ্যের রাজা হয় তার হয় দেবী
মহাদেবী নয় তার পালয়ে পৃথিবী।
পাত্রগণে রাজা দিল সকলে সন্তোষ
রাজা হৈল সুগ্রীবের কিছু নাই দোষ।
তারা বলে শুন প্রভু আমার বচন
আজিকার দিন তুমি না করিহ রণ।
পৃথিবী [illegible] হয় পর্ব্বত উপাড়ে
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেব রামের বাণে পোড়ে।
হেন রাম সহায় করি সুগ্রীব রণে আইসে
সুগ্রীবের দোষ নাই আমার কর্ম্ম দোষে।
বালি বলে সত্য পালিতে রাম সকল ত্যজে
কিছু দোষ নাই রাম মারিবে কোন কাযে।

তারার বোলে রঘুনাথ অধর্ম্ম কেন করি
রামকে আমার ভয় নাই শুনহ সুন্দরী।
সত্যবাদী রাম বড় সত্য ধর্ম্মে মন
সত্যের কারণে রাম আইলেন বন।
কোন রামের সনে আমার নাই বাদ
রাম কেন আসিবেন তুমি না কর বিসাদ।
কিছু দোষ নাই রাম মারিবেন কোন দোষে
শুনহ কহ তুমি রাম বুঝি আইসে।
তবে যদি সুগ্রীব লইয়া আইসে রাম
তবু শাস্তি দিব তবী করিব সংগ্রাম।
কহিয়া যায় বালি রাজা সিংহগর্জনে
না রহিল তারা মহাদেবীর বচনে।
স্বামী প্রদক্ষিণ করিয়া পড়িছে মহিল
তাহার চক্ষের জল করে ছলছল।
অন্তরে আসিয়া বালি কান্দিল বিস্তর
সাত শত সতিনী নিল পুরির ভিতর।
বাহির হৈয়া বালি রাজা চারি দিগে নেহালে
সুগ্রীব দেখিয়া বালি অধিক কোপে জ্বলে।

বালি সুগ্রীব দুই জনে হৈল হড়াহড়ি
হড়াহড়ি দুই জনে করে বেড়াবেড়ি।
বেড়াবেড়ি করিয়া দুই জনে তড়াতড়ি
তড়াতড়ি দুই জনে করে মারামারি।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন সোসর
দুই জনে মল্লযুদ্ধ এক প্রহর।
সুগ্রীব হইতে বালির দ্বিগুণ আছে বল
এক চাপড়ে সুগ্রীবেরে করিল কাতর।
বজ্রমুষ্টি মারে সুগ্রীবের বুকে
অচেতন হৈল সুগ্রীব রক্ত উঠে মুখে।
সুগ্রীব অচেতন রাম আড়ে থাকিয়া দেখে
ঐষিক বাণ রামচন্দ্র যুড়িল ধনুকে।
ত্রাস পাইয়াছে সুগ্রীব পলাইবার মন
আড়ে থাকিয়া বাণ রাম পূরেন সন্ধান।
দশ দিগ আলো করি রামের বাণ ছোটে
বজ্রাঘাত সম বাণ বালির বুকে ফোটে।
বুক ধরিয়া বালি করে হাহাকার
কোন জন করিল মোরে দারুণ প্রহার।

হকে পুচ্ছে তার হৈল নাড়িতে নারে পাশ
এক বাণে পড়িল বালি ঘন বহে শ্বাস।
পড়িলেও বালি রাজা ইন্দ্রের নন্দন
গায়ের অভরণ লোটায় অঙ্গের বসন।
কীর্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ
হয়েছেন বাল্মীকি হৈয়া পাড়িলেন প্রমাদ।

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছটফট
হাসিয়া রঘুনাথ গেলেন বালির নিকট।
ধূলা মাখি বালি যেন রহিল ভূদেশে
দাঁড়াইয়া গেলেন রাম বালি রাজার পাশে।
দেখিল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি
কত কটুভাষায় বীর রামেরে পাড়ে গালি।
নিয়েছিল তারা মোর বিবিধ বিধানে
হেন চাতুরে বিশ্বাস গেলায় বাল্মীকি জানে।
রাজকুলে জন্মিয়া রাম ধর্ম নাহি শিখি
কেন নারীর ভিতর আমি নহি পঞ্চ নখী।

শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম আর শল্লকী গোধা
এই পঞ্চ নখী মারিতে কিছু নাই বাধা।
নর বানর আর কিন্নর কুক্কুর
এই পঞ্চ নখী রাম অভক্ষ্য বাহির।
আমার চর্ম্মেতে তুমি না করিবে বসন
আমার মাংস তুমি না করিবে ভক্ষণ।
নির্দ্দোষ বানর আমি মারিলে কোন কার্য্যে
তুমি হেন রাজা হৈলে সুখ নাই রাজ্যে।
কোন দেশ লুটিলাম পোড়াইলাম কোন দেশ
কোন দোষে করিলে তুমি মোর প্রাণধ্বংশ।
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে
ধার্ম্মিক রাম তোমায় সর্ব্ব লোকে ঘোষে।
আমি বিশ্বাস করিলাম তোমাহেন চণ্ডালে
পস্বির বেশ ধরি বেড়াও বনস্থলে।
তপস্বী নহিস তুই বড় অনাচার
এবে কর্ণ ঢাকিলে পাপ কহিব বিচার।
কর্ণ ঢাকিয়া রাখি পড়িলে সে জানি
সর্ব্ব লোকে বলে রাম তুমি বড় গুণী।

সকল লোক বলে তোমায় ধর্ম্মের আচার
তোমার বাড়া অধার্ম্মিক নাহিক সংসার ।
ভাইভাই দ্বন্দ্ব করি মোরা তুমি হও সাক্ষী
আমারে মারিয়া রাম কেমনে হলে সুখী ।
কোথাও না দেখি এমন কোথাও না শুনি
অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অন্যে হানাহানি ।
দেখাদেখি মোর সম্মুখে এড়িতে যদি বাণ
একটা বাণেতে তোমার বধিতাম পরাণ ।
অনেক লোকের মধ্যে আমি যেমন বীর
আমার সনে যুদ্ধে কতক্ষণ হইতে স্থির ।
সুগ্রীব আমার বাদী এই মনে আইসে
তোমাসনে বিবাদ নাই মারিলে কোন দোষে ।
যত তুলি লোক আগে দাণ্ডাবে কোন লাজে
অদেখা যুদ্ধে মারিলাম আমি বানররাজে ।
দশরথ রাজা ছিল ধর্ম্ম অবতার
তার পুত্র হইয়া হলে কুলের অঙ্গার ।

মহারাজ দশরথ বীর্য্যে ছিল যম
তাঁর পুত্র তুমিত না হইবে কদাচন।
ধৈর্য্য নাই জান তপস্বী হৈলে বাপের গৌরবে
তেঁই আমি মিশাইলে পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে।
পাপীর মিলিলে হয় পাপের মন্ত্রণা
তোমের সহিত যুদ্ধ আনে দেয় হানা।
বানর হইতে কার্য্য হইবে যদি করিলে মনে
আগে আমি মোর তরে না কহিলে কেনে।
এক লাফ দিয়া আমি সাগর হৈতাম পার
রাবণ মারিয়া করিতাম সীতার উদ্ধার।
বিনি অপরাধে কেন মোরে দিলে হানা
কোন জ্ঞান মন্ত্রির সহ করিলে মন্ত্রণা।
কত শত মহাবীরে করিলাম সংহার
ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরির মধ্যে রাবণ কোন ছার।
আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল লঙ্কেশ্বর
লেজে বান্ধি ডুবাইল এচারি সাগর।
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে
আমার পায়ে পড়ি রাবণ উঠিল আকাশে।

ত্রাণ করিতে না পারিবে সুগ্রীব বলে কয়
অনেক দিনে করিবে সীতার বন্ধন।
দুই কটকে যুদ্ধ করিয়া পড়িবে অপার
তত দিনে হবে সীতার অস্থি চর্ম্ম সার।
আনিয়া দিতাম রাবণের গলে দিয়া দড়ি
হস্ত পৃষ্ঠ আনিতাম সীতা সুন্দরী।
রঘুবংশে দশরথ ত্রিভুবনে খ্যাতি
তার পুত্রে অপবাদ পাইল বিধি মতি।
ভাবিয়া দেখহ রাম আপনার মনে
অন্যথায় তুমি মোর বধিলে পরাণে।
রাবণ নিলেক সীতা সৃষ্টি মজালে মোর
সত্য পালিতে আমি তুমি যুদ্ধে হৈলে চোর।
বিস্তর ভৎসিল রামে বানররাজ বালি
কীর্ত্তিবাস ভনে নির্ব্বন্ধদোষ কেন পাড়ি গালি।

রাম বলেন বানর তুমি হও নীচ জাতি
চঞ্চল বানর জাতি তোমার সংহতি।